যেখানে যতটুকু জায়গা আছে, বৃক্ষরোপণ করুন: প্রধানমন্ত্রী

দেশের সবাইকে অন্তত একটি করে ফলজ, বনজ এবং ভেষজ গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে গাছের যত্ন নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। আজ শনিবার (৫ জুন) বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে গণভবনে ‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২১’ উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমি নিজে বৃক্ষরোপণ করলাম। সেই সঙ্গে আমি সব দেশবাসীকে আহ্বান জানাবো, যার যেখানে যতটুকু জায়গা আছে গাছ লাগান। সবাই অন্তত একটি করে ফলজ, বনজ এবং ভেষজ গাছ লাগানোর চেষ্টা করেন। আর সেটা যদি না পারেন একটা করে হলেও লাগাবেন। পরিবেশ রক্ষায়, নিজের আর্থিক সচ্ছলতা ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে যেটা সবচেয়ে বেশি উপযোগী সেটা হলো ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা।

যেখানে যতটুকু জায়গা আছে, বৃক্ষরোপণ করুন: প্রধানমন্ত্রী

তিনি বলেন, শুধু গাছ লাগালে হবে না, গাছ যাতে টিকে থাকে সে জন্য যত্ন নিতে হবে। এ গাছ ফল দেবে, কাঠ দেবে অথবা ওষুধ দেবে নানাভাবে উপকৃত হবেন। পরিবেশ আমাদের রক্ষা করতে হবে। এ দেশ আমাদের। আজকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, আমাদের সবুজ বাংলাকে আরও সবুজ করতে হবে।

আরও পড়ুন:
বাজেট বাস্তবায়ন হলে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে: অর্থমন্ত্রী

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশকে আমরা সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে চাই। আসুন আমরা সবাই মিলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করি এবং আমাদের সোনার বাংলাকে আরও সোনার সবুজ বাংলা করি।

বনায়নে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বনায়নের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সাফল্য। আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি তার ফলে আজকে আমাদের প্রায় ২২ শতাংশ বনায়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া আমাদের পারিবারিকভাবে বাগান সৃষ্টি হচ্ছে। সবাই এখন সচেতন। আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। আমরা এগিয়ে যাবো।

পরশু থেকে বৃষ্টিপাত আরও বৃদ্ধির আভাস

আবহাওয়া অধিদপ্তর আগেই জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুমী বায়ু টেকনাফ উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনায় টানা ৫ দিন দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে। আজ শনিবার আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম গণমাধ্যমকে দেওয়া এক পূর্বাভাসে এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বর্তমানে মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন উপকূলে অবস্থান করছে। আগামী দুই তেকে তিন দিনের মধ্যে তা বাংলাদেশের টেকনাফ উপকূলে আসতে পারে। ৭ জুনের পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে থাকবে দেশের দক্ষিণাংশে। পাশাপাশি একই সময়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এর আগে, গতকাল সন্ধ্যা ৬টা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থান করছে। লঘুচাপের অপর একটি বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টি হতে পারে।

উল্লেখ্য, আজ রাজধানীতে হঠাৎ বৃষ্টির কারণে কর্মস্থলে যাওয়া মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। ভোর থেকেই ঢাকার আকাশ ছিল মেঘলা।

সকাল ৮টার দিকে শুরু হয় বৃষ্টি। এদিকে হঠাৎ বৃষ্টির কারণে ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী। সব থেকে বেশি বিপাকে পড়ে কর্মস্থলে যাওয়া মানুষজন।

বৃষ্টিতে রাজধানীর তেজগাঁও, মালিবাগ, মৌচাক, শান্তিনগর, মগবাজার, মুগদা, কাজলা, শ্যামপুর, জুরাইন, ডেমরা, পোস্তগোলা, ফরিদাবাদ, মিরপুরের রোকেয়া সরণি, আজিমপুর, মানিকনগরসহ নিচু এলাকাগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। জলাবদ্ধতা তৈরি হয় রামপুরা, বাসাবো, গোড়ান, মতিঝিল, পুরানা পল্টন, হাজারীবাগ, ঝিগাতলা, নিমতলী, মিরপুর, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায়।

টিকটক লাইকি নিষিদ্ধের সময় এসেছে

সম্প্রতি ভারতের কেরালায় এক বাংলাদেশি তরুণীকে বীভৎস কায়দায় যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াসহ সর্বত্র। ওই ঘটনার সূত্রপাত টিকটক অ্যাপস ঘিরে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ৩-৪ যুবক ও একটি মেয়ে মিলে এক তরুণীকে বিবস্ত্র করে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করছে। এই ভিডিও সূত্র ধরে অনুসন্ধান করে রিফাজুল ইসলাম হৃদয় নামের এক নির্যাতনকারীকে শনাক্ত করে পুলিশের তেজগাঁও বিভাগ।

টিকটক হৃদয় বাবু নামে পরিচিত বাংলাদেশি ওই যুবক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও ভারতের কয়েকটি রাজ্যের কিছু অপরাধীর সঙ্গে মিলে মানব পাচারের আন্তর্জাতিক চক্র গড়ে তুলেছেন। এই চক্রটির নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের দুবাইসহ কয়েকটি দেশে বিস্তৃত।

এদিকে ভারতে গণধর্ষণের শিকার বাংলাদেশি তরুণীর দেশে ফিরে এসে মানবপাচার আইনে মামলা করেছেন। তিনি ভয়ঙ্কর সব তথ্যও দিয়েছেন পাচারকারী ও নিপীড়কদের সম্পর্কে। ধর্ষণের শিকার তরুণী জানান,

টিকটকের মাধ্যমে চক্রটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। এই চক্রের মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার নারী পাচারের শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি ভারতে গ্রেফতার মগবাজারের ‘টিকটক’ হৃদয় বাবু এই চক্রের সমন্বয়ক। এরপরই নড়েচড়ে বসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

টিকটক-লাইকিসহ বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের তালিকা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেছেন, টিকটকসহ বিতর্কিত অ্যাপসগুলো নিষিদ্ধ করার সময় এসেছে।

শনিবার (৫ জুন) রাজধানী বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনে (এফডিসি) ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ‘কিশোর অপরাধ বৃদ্ধিতে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার’ নিয়ে ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে র্যাব ডিজি বলেন, ৮২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে থাকে। বিভিন্ন অপরাধের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও অনেকাংশে দায়ী। প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করতে হবে। যে কোনো ধরনের অপরাধ করে পার পাওয়ার সুযোগ নেই। অপরাধ করে এখন আর কেউ পার পাচ্ছে না। এরপরও কেউ অপরাধ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কিশোর গ্যাং ও জঙ্গিবাদের মতো যে কোনো অপরাধের জন্য অভিভাবকদের সন্তানের প্রতি নজর রাখারও আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করলে অপরাধ কমে যাবে বলে মনে করেন র্যাবের এই ডিজি।

টিকটক হৃদয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য, দুবাইসহ যেসব দেশে নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশি তরুণীকে নির্যাতন, গ্রেফতার আরও ২

ভারতে গণধর্ষণের শিকার তরুণী দেশে ফিরে জানালেন ‘ভয়ঙ্কর’ সব তথ্য

ভারতে নির্যাতিত সেই তরুণীকে ফিরে পেতে স্বজনদের আকুতি

ভারতে বাংলাদেশি তরুণীকে গণধর্ষণ: আরও ৩ জন গ্রেফতার

ভারতে পাচার করা ৫০০ নারীকে যৌন কাজে বাধ্য করান বস রাফি

‘খদ্দের প্রতি তরুণীদের ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা কমিশন দিত’

যেভাবে মেয়েদেরকে ভারতে নিয়ে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করত ‘টিকটক হৃদয়’

তরুণীকে বীভৎস কায়দায় যৌন নির্যাতন, চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছে পুলিশ

তরুণীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন: সেই টিকটক হৃদয়কে গুলি ভারতীয় পুলিশের

বন্ধুর সঙ্গে ভারত হয়ে দুবাই যেতে চেয়েছিলেন নির্যাতিতা তরুণী

তরুণীকে নির্মম যৌন নির্যাতন, বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার ৬

ভারতে তরুণীকে যৌন নির্যাতন: সেই টিকটক হৃদয় সম্পর্কে যা জানা গেল

কেরালায় যৌন নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়া সেই তরুণী বাংলাদেশি

অবৈধ স্থাপনার ছবি তোলার সময় সাংবাদিকের ওপর হামলা

পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় দৈনিক যুগান্তরের শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ প্রতিনিধি শাকিল আহম্মেদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের ভেদরগঞ্জ উপজেলার ডিএমখালী ইউনিয়নের গাজীকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক বছর আগে শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কটির চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ শুরু হয়। শরীয়তপুর-২ আসনের এমপি ও পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম কাজের উদ্বোধন করেন।

পরবর্তী সময় ওই মহাসড়ক প্রশস্ত করার লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ

শুরু হয়। বিষয়টি জানার পর মহাসড়কের দুই পাশে অস্থায়ী অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ শুরু করে একটি প্রভাবশালী চক্র। খবর পেয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বৃহস্পতিবার সেখানে আসেন সাংবাদিক শাকিল।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সজিব মাহামুদ বলেন, চার লেন রাস্তা করার জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ শুরু করেছে। কিছু অসাধু ও দালাল চক্র সরকারি টাকা আত্মসাতের জন্য অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করছেন। সেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য শাকিল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে স্থানীয় দালাল আহমদ আলী ও মাইন উদ্দিন তার ওপর লাঠি ও শাবল নিয়ে হামলা করেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে সাংবাদিক শাকিল আহম্মেদ বলেন, অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের খবর পেয়ে আমি চাঁদপুর-শরীয়তপুর মহাসড়কে পাশের স্থাপনা দেখার জন্য যাই। ঘটনার সত্যতা মেলে। ছবি তোলার জন্য মোবাইল বের করলে স্থানীয় দালাল আহমদ আলীর নেতৃত্বে মহিউদ্দিন ও পারভেজ আমার ওপর লাঠি ও শাবল দিয়ে হামলা চালায়। এ সময় স্থানীয়দের সহায়তায় আমি রক্ষা পাই। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে থানায় অভিযোগ করি।

এ ব্যাপারে আহমদ আলীকে বারবার কল করা হলেও তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সখিপুর থানার ওসি আসাদুজ্জামান হাওলাদার বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

যে কারণে অর্থমন্ত্রী ব্রিফকেস নিয়ে বাজেট দিতে আসেন

ব্রিফকেস বহনের চল এখন আর নেই বললেই চলে। আগে ব্যবসায়ীরা ব্রিফকেস বহন করতেন। এটা একটা স্টাইলও ছিল। এখন বাজেট অধিবেশন ছাড়া আরও কোথাও ব্রিফকেস বহনের দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না।

বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রীর ব্রিফকেস নিয়ে ঢোকার চল যুগ যুগের। এটি শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই রেওয়াজ যুগের

পর যুগ ধরে চলে আসছে।

এই ব্রিফকেসে কি না থাকে, এ নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। অর্থমন্ত্রীর হাতের ব্রিফকেসে কোটি কোটি টাকা থাকে না। থাকে বাজেট বক্তৃতার ড্রাফট, যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা থাকে। সংসদে ঢুকে সেই টাকার অঙ্কেরই বয়ান দেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রীদের এই ব্রিফকেস বহনের রীতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

এ বিষয়ে লেখা আছে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা আকবর আলি খানের সর্বশেষ বই ‘বাংলাদেশে বাজেট: অর্থনীতি ও রাজনীতি’–তে। এতে বলা হয়েছে, শিল্পবিপ্লবের পর ইংল্যান্ডের অর্থনীতি অনেক বড় হয়ে যায়। বাজেটবিষয়ক প্রস্তাবগুলো শুধু একটা মানিব্যাগে সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছিল না। মানিব্যাগের জায়গায় তাই আসে ব্রিফকেস।

বইটিতে বাজেট প্রস্তাবের দিন ব্রিফকেস ব্যবহারের আরেকটি কারণ উল্লেখ করা হয়। সেটি হচ্ছে, বাজেটে কোন কর বাড়বে বা কোন কর কমবে, তার গোপনীয়তা বজায় রাখা অপরিহার্য। ব্রিফকেসের ভেতরে থাকা বাজেটের কোনো তথ্য জেনে ব্যবসায়ীরা রাতারাতি তার ব্যবহার করতে পারেন। তাই প্রস্তাবগুলো গোপন রাখার স্বার্থে ব্রিফকেসে করে আনা হয়।

জানা যায়, বাজেট ব্রিফকেসের এই রীতি শুরু হয় ১৮ দশক থেকে। প্রথম শুরু হয় যুক্তরাজ্যে থেকে। বাজেটপ্রধানকে এ ব্রিফকেস খুলে বাজেট পেশ করতে বলা হতো।

১৮৬০ সালে ব্রিটেনের বাজেটপ্রধান উইলিয়াম ই গ্ল্যাডস্টোন ‘লাল একটি স্যুটকেসে’ করে বাজেটসংক্রান্ত নথি নিয়ে আসেন। সেই স্যুটকেসের ওপর সোনা দিয়ে রানির মুখের আদলের ছাপ দেওয়া ছিল। পরবর্তীতে একই ব্যাগ বহু সরকারের আমলেই ব্যবহার করা হয়।

প্রথা অনুযায়ী ‘লাল ব্রিফকেস’ হাতে বাজেট পেশ করতে সংসদে ঢোকেন অর্থমন্ত্রী। তবে এই রহস্যময় ব্রিফকেসের রং সব সময় লাল ছিল না, অনেক সময়ই তা বদলেছে। তবে রং যা–ই হোক না কেন, এই ব্রিফকেসকে বাজেটের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

আসলে বাজেট শব্দটির উৎপত্তিই যে এই ব্রিফকেসের দিকে নির্দেশ করে। বাজেট শব্দটি এসেছে পুরোনো ফরাসি শব্দ ব্যুজেট (বোগেট) থেকে।

ব্যুজেটের অর্থ হলো থলে বা ব্যাগ। অতীতে থলেতে ভরে দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব আইনসভা বা সংসদে আনা হতো বলে একে ‘বাজেট’ নামে অভিহিত করা হয়।

এমসি কলেজ গণধর্ষণ: অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারকে বরখাস্তের নির্দেশ

সিলেটের এমসি কলেজে গৃহবধূ গণধর্ষণের ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এ বিষয়ে জারি করা রুল আংশিক মঞ্জুর করে বুধবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো. কমরুল হোসেন মোল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন।

আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নওরোজ মো. রাসেল চৌধুরী।

এর আগে মঙ্গলবার সিলেটের এমসি কলেজে গৃহবধূ গণধর্ষণের ঘটনায় জারি করা রুলের রায়ের জন্য মঙ্গলবার দিন ধার্য করেছিলেন হাইকোর্ট।

গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর এমসি কলেজে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত।

একইসঙ্গে গণধর্ষণের ঘটনায় অনুসন্ধানে যৌথ কমিটি গঠন করেন হাইকোর্ট। চার সদস্যের অনুসন্ধান কমিটিতে সিলেটের জেলা ও দায়রা জজ মো. বজলুর রহমান, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মমিনুন নেসা, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবুল কাশেম ও সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন সুলতানা ছিলেন। পরে অনুসন্ধান কমিটি হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সিলেটের এমসি কলেজে গৃহবধূ গণধর্ষণের ঘটনায় হোস্টেল সুপার ও প্রহরীদের দায়িত্বে অবহেলা ছিল। তাই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে এমসি কলেজের অধ্যক্ষও কোনোভাবেই ওই ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। গণধর্ষণের পেছনে মূলত হোস্টেলের বর্তমান তত্ত্বাবধায়কেরা, হোস্টেলের মূল গেটের ডে গার্ড, ৫ নম্বর ব্লকের ডে গার্ড ও নাইট গার্ড (নৈশপ্রহরী) এবং ৭ নম্বর ব্লকের ডে গার্ড ও নাইট গার্ডের দায়িত্বে অবহেলা ছিল।

গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এমসি কলেজে বেড়াতে আসেন এক গৃহবধূ। এসময় ক্যাম্পাস থেকে কয়েকজন ছাত্র ওই গৃহবধূকে স্বামীসহ কলেজ ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা স্বামীকে বেঁধে মারধর করে গৃহবধূকে ধর্ষণ করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে।

ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী ঘটনার দিন (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে বাদী হয়ে শাহপরাণ থানায় মামলা করেন। মামলায় এজাহার নামীয় আসামি করা হয় ৬ জনকে। সেই সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২/৩ জনকে আসামি করা হয়। আসামিরা হলেন- এম. সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, তারেক আহমদ, অর্জুন লঙ্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান। তারা সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আসামিদের মধ্যে তারেক ও রবিউল বহিরাগত, বাকিরা এমসি কলেজের ছাত্র। এরইমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এমসি কলেজে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গৃহবধূ গণধর্ষণের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ব্যবস্থা চেয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হাইকোর্টের নজরে আনেন আইনজীবী মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন।

চুলের টুপি যাচ্ছে চীনে

লাইজু খাতুন একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। চুলের টুপি তৈরি করে বদলেছেন ভাগ্য। একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অনেক অসহায় নারীর। তাদের নিপুণ হাতে চুল দিয়ে তৈরি করা মাথার টুপি দেশের বাজার ছাপিয়ে এখন রফতানি হচ্ছে চীনে।

এখন গড়ে মাসে ৯০-১০০টি চুলের টুপি তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি টুপিতে গড়ে সাড়ে তিনশ টাকা খরচ করে ঢাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৫শ টাকায়। আমাদের তৈরিকৃত চুলের টুপিগুলো ঢাকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চীনে রফতানি করে। উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা সোহেলী পারভীন বলেন, এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। একটা অসাধারণ কাজ করেছে লাইজু।

নারীরা সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত হোক সবাই চায়। লাইজুর প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উপজেলা মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে লাইজুর প্রতিষ্ঠানটি সমিতির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হলে উপজেলার শতাধিক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমান দাস বলেন, উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। এটা খুবই ইতিবাচক। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হলে দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকবে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা

জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা বা এনআইডি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের হাতে থাকবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, জাতীয় পরিচয়পত্র আর ভোটার আইডি কার্ড এক বিষয় নয়। পৃথিবীর সব দেশে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবার কাজ করে থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা অন্য কোনো মন্ত্রণালয়। এটি নির্বাচন কমিশন করে না। নির্বাচন কমিশন শুধু ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করে। জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আশঙ্কা অমূলক। এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকবে।

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যখন এটি একটি প্রকল্প হিসেবে শুধু ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয় ছিল, তখন এটি নির্বাচন কমিশনের হাতে ছিল। এখন এটি আর ভোটার তালিকা নয়, এটা ন্যাশনাল আইডি কার্ড করা হচ্ছে। তখন এটি সরকারের হাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকায় যুক্তিযুক্ত। সব দেশেই তা আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই কাজ করবে। বিদেশে যারা অবস্থান করছে, তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই পাসপোর্ট দেয়। তাদেরও ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেওয়া হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো সিদ্ধান্ত। ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেওয়ার পর ১৮ বছরের বেশি বয়স্ক যারা, যিনি ভোটার হওয়ার উপযোগী, তাদের তালিকা তো অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এখন নির্বাচন কমিশন থেকে যে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে, সেটি আসলে অমূলক। এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকবে।

এর আগে রোববার জাতীয় পরিচয়পত্রের সেবা নির্বাচন কমিশনের হাতে রাখা নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদা বলেন, আমরা মনে করি এনআইডি কার্যক্রম ইসির কাছেই থাকা উচিত। কারণ, ইসি এটি তৈরি করেছে ভোটার তালিকা তৈরির ভিত্তিতে। সরকারের যে উৎকণ্ঠা বা পরামর্শ, সেটা হলো কোনো দেশে নির্বাচন কমিশন এনআইডি কার্ড করে না। এটা ঠিকই, কোনো দেশে এটা নির্বাচন কমিশন করে না। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলনা করলে হবে না। ইসির কাছে এটি থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। ইসি সেবা দিতে পারছে।

মুজিবনগরকে স্থল কাস্টমস স্টেশন হিসেবে গেজেট প্রকাশ

আন্ত:সীমান্ত যাত্রী চলাচল ও পণ্য আমদানি- রপ্তানির উদ্দেশ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরকে স্থল কাস্টমস স্টেশন হিসেবে ঘোষনা করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ২৭ মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ ক্রমে সিনিয়র সচিব আবু হেনা

মো: রহমাতুল মুনিম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেটে বলা হয়েছে,এস.আর.ও নং-১৩৮-আইন/২০২১/১২৩/কাস্টমস। কাস্টমস এ্যাক্ট১৯৬৯ এর ৯ ধারার ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়ার ৩০.৩০ একর জমির উপর স্থল কাস্টমস স্টেশন হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

এদিকে, মুজিবনগরকে স্থল কাস্টমন স্টেশন হিসেবে গেজেট প্রকাশ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেহেরপুরের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা।

মেহেরপুরে স্থল বন্দর বাস্তবায়নের লক্ষে স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরাম নামের একটি সংগঠন ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। তার ফলশ্রুতিতে আজকের প্রাপ্তি মেহেরপুর বাসীর।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি আরও বাড়ল

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ১২ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি।

বুধবার দুপুরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

করোনার কারণে সংক্রমণ এড়াতে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৪ মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। চলতি বছরের মার্চের শেষ দিকে দেশে শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এতে সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় এপ্রিল থেকে দেশে লকডাউন চলছে। যদিও সম্প্রতি লকডাউন শিথিল করা হয়েছে।

সর্বশেষ সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি শেষ হচ্ছে ২৯ মে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি বাড়বে কিনা সেই